দৈনিক খবর

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 23 OCT 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... 1 ...

20
97
003

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের অভিযোগ

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

ক্লাস টেস্ট বাতিল এবং ছাত্র বৃত্তি বর্ধিত করার জন্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বিগত সপ্তাহ থেকে যে আন্দোলন করছে তারই অংশ হিসেবে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী গতকাল শনিবার ছাত্ররা ক্লাস বর্জন করে।

দুই দফা দাবীতে ছাত্ররা যে আন্দোলন করছে তার প্রেক্ষাপটে বুয়েটের ৮টি ছাত্র সংগঠন গতকাল শনিবার বিকেল ৫টায় জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (সু-র), বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (মু-না), জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, জাতীয় ছাত্রলীগ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্রলীগ (আ-মো) এবং গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়ন-এর পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ছাত্রনেতা নাজমুল হাসান রানা এবং সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন ছাত্রনেতা মাকসুদুর রহমান খান, এস এম রেজা, ইকবাল কবীর, রেজাউল করিম ও মবিন উদ্দিন।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, বিগত '৮৩-৮৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রশাসন পাসের হার বৃদ্ধি এবং ক্লাসে উপস্থিতির হার বাড়ানোর জন্যে পরীক্ষামূলকভাবে ক্লাস টেস্ট প্রথা চালু করে। কিন্তু বিগত তিন বছরে দেখা যায়, ক্লাস টেস্ট চালু করার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। ক্লাস টেস্ট সম্পর্কিত কোন নীতিমালা দিতে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হওয়ায় বিভিন্ন শিক্ষক তাঁদের নিজস্ব চিন্তাধারা ছাত্রদের ওপর চাপিয়ে স্ব স্ব পদ্ধতিতে ক্লাস টেস্ট নেন। তাছাড়া কোন সমন্বয় না থাকার ফলে একই দিনে ৩/৪টি ক্লাস টেস্ট থাকে। অধিকাংশ শিক্ষকই পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই ক্লাস টেস্ট নেন। এরই ফলশ্রুতিতে আজ ছাত্রসমাজ-এর পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ক্লাস টেস্ট বাতিলের আন্দোলনে রূপ নিয়েছে।

ছাত্রনেতৃবৃন্দ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে যত সময় ক্লাস করা হয় বাংলাদেশে তো নয়ই বিশ্বের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তা হয় না। ক্লাসের সময়ের বাইরেও সেশনাল (ব্যবহারিক) রিপোর্ট, অ্যাসাইনমেন্ট, ড্রইং করার জন্য একজন ছাত্রকে প্রতিদিন ৪/৫ ঘন্টা সময় ব্যয় করতে হয়। এতো চাপের পরে ছাত্ররা ক্লাস টেস্টের জন্য প্রস্তুতির সময় পায় না। প্রতি সপ্তাহে ৪/৫টি সেশনালের পাশাপাশি সপ্তাহে ৬/৭টি এমনকি একই দিনে ৩/৪টি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ায় ছাত্রদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ পড়ে যা ছাত্রদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার বাইরে। ফলে অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষেই পাস নম্বর ওঠানো সম্ভব হচ্ছে না।

ছাত্রনেতৃবৃন্দ ছাত্র বৃত্তি বর্ধিত করার বিষয়ে বলেন, ১৯৬৮ সাল থেকে বুয়েট ছাত্রদেরকে মাসিক ১০০ টাকা হারে যে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে জীবনযাত্রার ব্যয় এবং শিক্ষা উপকরণের ব্যয় ২০ বছরের ব্যবধানে কয়েকশ' গুণ বৃদ্ধি পেলেও বৃত্তির পরিমাণ এক পয়সাও বাড়ানো হয়নি। উপরন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন চার্জ এ বছর দ্বিগুণেরও বেশী বাড়ানো হয়েছে। এ সমস্ত যৌক্তিক দাবী নিয়ে কর্তৃপক্ষের উদাসীন মনোভাব এবং বিভিন্ন ধরনের হুঁশিয়ারি ও বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচারে ছাত্রনেতৃবৃন্দ তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করেন। এক প্রশ্নের জবাবে ছাত্রনেতৃবৃন্দ দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে ঘোষণা দেন।